নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মুতার শহীদদের মর্যাদা (منزلة شهداء مؤتة)

(১) মদীনায় অশ্রুসজল নেত্রে শহীদগণের খবর দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا ‘তাদেরকে এ বিষয়টি খুশী করবে না যে, তারা আমাদের কাছে থাকুক’ (বুখারী হা/২৭৯৮)। অর্থাৎ তারা জান্নাতে অবস্থান করাতেই খুশী হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তারা থাকতে চায় না’ (ফাৎহুল বারী হা/২৭৯৮-এর ব্যাখ্যা)।

(২) আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব জিব্রীল ও মীকাঈল-এর সাথে দু’টি ডানাসহ অতিক্রম করার সময় আমাকে সালাম করল। অতঃপর যুদ্ধে তার দু’হাত হারানোর ঘটনা বর্ণনা করল। এ কারণে জান্নাতে সে জা‘ফর আত-ত্বাইয়ার(جَعْفَرٌ الطَّيَّارُ) ‘উড়ন্ত জা‘ফর’ নামে অভিহিত হয়েছে’।[1] তিনি বলেন, আমি জা‘ফরকে জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে দুই ডানায় উড়তে দেখেছি’ (ছহীহাহ হা/১২২৬)। এজন্য তাঁকে ‘যুল-জানাহাইন’(ذُوالْجَناحَين) বা ‘দুই ডানা ওয়ালা’ বলা হয়ে থাকে (মির‘আত শরহ মিশকাত হা/১৭৪৩-এর ব্যাখ্যা)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জা‘ফর বিন আবু ত্বালিবের সন্তানদের ডেকে এনে সান্ত্বনা দিয়ে তাদের মায়ের উদ্দেশ্যে বলেন,أَنَا وَلِيُّهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ‘দুনিয়া ও আখেরাতে আমিই ওদের অভিভাবক’ (আহমাদ হা/১৭৫০, সনদ ছহীহ)।

ফুটনোট

[1]. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬৯৩৬; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৬২।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5573

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন